আদেশনং- ১০
তারিখ-১৭/০৪/২৩

অদ্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে আদেশের জন্য দিন আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেননি।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ বিগত ১২/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে দেওয়ানী কার্যবিধির **আদেশ ৩৯ বিধি ১ ও ২ তৎসহিত পঠিত ১৫১ ধারার বিধান** মতে ১-৩ নং বিবাদীগনের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় দরখাস্ত আনয়ন করেছেন। দাখিলী দরখাস্ত বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য শ্রবণ করলাম। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, ১ নং প্রতিপক্ষের লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

বাদীপক্ষের মামলার মূল বক্তব্য হলো, তফসিলোক্ত সম্পত্তির আর এস রেকর্ডী মালিক ছিল নজির আহমদ। তার নামে আর এস ৪৪৭ নং খতিয়ান ছড়ান্ত প্রচার হয়। নজির আহমদ একজন মুসলিম ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তি ছিলেন। তিনি পরকালের শান্তি কামনা চরপাথরঘাটা ও খোঁয়াজনগর মৌজায় নতুন কবরস্থান নির্মান পূর্বক উহা রক্ষনাবেক্ষনের জন্য তফসিলোক্ত সম্পত্তি ২৪/০৮/১৯৪৩ ইং তারিখে ৮১৪০ নং ওয়াকফনামা দলিলমূলে ওয়াকফ করেছিলেন। যাহার ই.সি নং-১০৩৮১। ওয়াকনামার শর্তমতে তিনি আমৃত্যু মোতয়াল্লী হিসাবে থাকবেন। তৎ মৃত্যুতে পুত্র ছিদ্দিক আহমদ মোতয়াল্লী হবেন। তবে ছিদ্দিক আহমদ নাবালক থাকায় তার পক্ষে রহমান আলী কার্য চালিয়ে যাবেন। তাদের অবর্তমানে ওয়াকফ প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ব্যাক্তি মোতয়াল্লী হিসাবে কাজ করবেন মর্মে শর্তারোপ করা হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে বাদীর পিতা পেয়ার আহমদ মোতয়াল্লী হয়। সর্বশেষ বাদী মোঃ নাজিম উদ্দিন কাউসার ওয়াকফ প্রশাসক কর্তৃক ২১/০৬/২০১৭ ইং সনে ৪৭০ নং আদেশ মূলে মোতয়াল্লী হিসাবে নিযুক্ত হয়ে নালিশী সম্পত্তি শাসন সংরক্ষন ও কার্যাদি পরিচালনা করে আসছেন।

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হলো, ১/২ নং বিবাদী তফসিলোক্ত ওয়াকফ সম্পত্তির ওয়াকফ স্বত্ব অস্বীকার করিয়া উক্ত ওয়াকফ সম্পত্তি আত্বসাৎের উদ্দেশ্যে বিগত ০৩/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উক্ত ওয়াকফ সম্পত্তিতে গৃহ র্নিমানের জন্য নির্মাণসামগ্রী জড়ো করে এবং নালিশী সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে বাটোয়ারা করার হুমকি প্রদর্শন করে। বিবাদীগণ বাদীর শান্তিপূর্ন কর্মকান্ডে বাধা সৃষ্টি করায় এবং ওয়াকফ সম্পত্তিতে জোরপূর্বক কাঁচা পাকা গৃহ নির্মানের অপচেষ্টা করায় বাদীপক্ষ বাধ্য হয়ে অত্র অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।

বাদীপক্ষ তার দাবির সমর্থনে আর এস ৪৭৪ ও বি এস ৩৪২ নং খতিয়ান, ৮১৪০ নং ওয়াকফনামা দলিল, ২১/০৬/২০১৭ ইং তারিখের মোতয়াল্লী নিয়োগ আদেশ, বার্ষিক রিটার্নের ফটোকপি এবং গৃহ নির্মাণের স্থিরচিত্র ০২ কপি দাখিল করেছেন।

অপর দিকে ১-৩ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে, আর এস রেকর্ডী নজির আহম্মদ তফসিলোক্ত সম্পত্তি বিগত ২৪/০৮/১৯৪৩ ইং তারিখে ৮১৪০ নং দলিলমূলে ওয়াকফ করেন। মোতয়ালী হিসাবে তিনি নিজে পরবর্তীতে তার পুত্র ছিদ্দিক আহম্মদ এবং ছিদ্দিক আহম্মদের নাবালকত্ব থাকাবস্থায় রহমান আলী ও নজির আহমদ মোতয়াল্লী হবেন মর্মে শর্তারোপ করা হয়। উক্ত ওয়াকনামা সম্পাদন সময়কালে খোয়াজনগর বা ইছানগর মৌজায় কোন কবরস্থানের অস্তিত্ব ছিল না। উক্ত ছিদ্দিক আহমদ সাবালক্ত অর্জনের পর রহমান আলীর সাথে যোগসাজসে ওয়াকফ সম্পত্তি তছরুপ শুরু করলে ওয়াকফদাতা নিজে স্বয়ং ০১/০৫/১৯৫৪ ইং তারিখে ২৭৮৯ নং দলিলমূলে উক্ত মোতয়াল্লী বাতিল করেন। পরবর্তীতে ওয়াকফদাতা নিজে মোতয়াল্লী হয়ে ওয়াকফনামায় বর্নিত ৬ নং তফসিলের কতেক ভুমি বিভিন্ন তারিখে হস্তান্তর করেন এবং খরিদ পরম্পরায় আজম আলী গং মালিক দখলকার থাকাবস্থায় উক্ত সম্পত্তি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বরাবর দান করেন। উক্ত সম্পত্তিতে বর্তমাে আয়ুব বিবি সিটি কর্পোরেশন স্কুল এন্ড কলেজ স্থিত এবং স্কুলের নামে ১৪৪৪ নং নামজারি খতিয়ান সৃজিত আছে।

বিবাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো দাতা নজির আহমদ পরবর্তীতে বিভিন্ন তারিখে ওয়াকফনামাভুক্ত ভুমি বিভিন্ন ব্যাক্তির নিকট হস্তান্তর করেন। হস্তান্তর বাদ বাকি ভুমি ১৯৬৯-৭০ ইং তারিখে ৮৮ নং এল এ মোকদ্দমা মূলে সরকার অধিগ্রহন করলে নজির আহমদের ওয়ারীশ ছিদ্দিক আহমদ ও নুরুর ইসলাম ক্ষতিপূরনের অর্থ গ্রহন করেন।

ওয়াকফদাতা নজির আহমদ বিরোধীয় তফসিলের ১৪০ শতক ভুমির আন্দরে ২২/১২/৬২ ইং তারিখে ৭১১৮ ও ০৭/০৩/১৯৬৪ ইং তারিখের কবলামুলে ৩৮.০০ শতক বাড়ি ভিটি হস্তান্তর করেন। বাদবাকি ১০২ শতক ভুমিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় মরনে পুত্র সিদ্দিক আহমদ ও নুরুল ইসলাম মালিক হয়। ছিদ্দিক আহম্মদ মরনে পেয়ার আহমদ গং পায়। পেয়ার আহমদ নালিশী আর এস ৩৩৭/৩৩৬/৩৩৯ দাগের ৪২ শতক ভুমি ১৯৯৮ সনে ৬১৭১ নং কবলা ও ০৯/০৩/২০০৪ ইং তারিখে ১২৮৪ নং কবলামুলে ৩ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। সেই থেকে অত্র বিবাদীগণ খরিদা সম্পত্তিতে গৃহাদি নির্মানে বৃক্ষাদি রোপনে ছেদনে ভোগদখল করে আসছেন। বিরোধীয় দাগের ভুমিতে বর্তমানে ১৫/১৬ টি পরিবার সেমি পাকা দ্বিতল ও বহুতল বিশিষ্ট গৃহাদি নির্মানে ভোগদখলকার নিয়ত আছে। ওয়াকফদাতা নিজে ১৯৫৪ ইং সনে দলিলমূলে মোতয়াল্লী অপসারনের মাধ্যমে ওয়াকফনামার কার্যারিতা প্রত্যাহার করতঃ তিনি স্বয়ং

এবং তৎ ওয়ারীশগণ ওয়াকফনামা ভুক্ত সম্পত্তি বিভিন্ন তারিখে তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করেছেন। বাদীপক্ষ প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া অসৎ উদ্দেশ্যে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেছেন। বিবাদীপক্ষ আরো দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকূলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উভয়পক্ষের বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত , আপত্তি , দাখিলী কাগজাদি সহ সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদী তফসিলোক্ত ১৪২ শতক ভূমি ওয়াকফ সম্পত্তি দাবি করিয়া মোতয়াল্লী হিসাবে ১-৩ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। উভয়পক্ষের স্বীকৃতমতে তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি জনৈক নজির আহমদ ২৪/০৮/১৯৪৩ ইং সনে ৮১৪০ নং ওয়াকফনামা দলিলমূলে ওয়াকফ করেন। বাদীপক্ষের দাবিমতে ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ উক্ত তফসিলোক্ত ওয়াকফ সম্পত্তির ওয়াকফ স্বত্ব অস্বীকার পূর্বক উক্ত সম্পত্তি বে-আইনীভাবে আত্বসাৎের পায়তারা করছে এবং সেখানে গৃহাদি নির্মানের অপচেষ্টা করছে। অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবি মতে, তফসিলোক্ত সম্পত্তি ওয়াকফ করা হলেও পরবর্তীতে ওয়াকফ দাতা নিজেই ০১/০৫/১৯৫৪ ইং তারিখে ২৭৮৯ নং দলিলমূলে ওয়াকফনামায় বর্নিত মোতয়াল্লী কে বাতিল করেন এবং ওয়াকফদাতা নিজেই বিভিন্ন তারিখে ওয়াকফ দলিলের তফসিলী সম্পত্তি বিভিন্ন সময়ে হস্তান্তর করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলকৃত ৪১৭৭/১৯৫৭, ৪৬২৩/১৯৬১, ৪০৮/১৯৬২ নং দলিল পর্যালোচনায় এরুপ হস্তান্তরের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। এছাড়া বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় বিগত ২২/১২/১৯৬২ ইং তারিখের ৭১১৮ ও ০৭/০৩/১৯৬৪ ইং তারিখের ১১৫৫ নং দলিল হতে দেখা যায় উক্ত দলিলমুলে ওয়াকফদাতা নজির আহমদ নালিশী ১৪২ শতক ভূমির আন্দরে আর এস ৩৩৬ নং দাগে ৩৮ শতক বাড়ি ভিটি বিক্রয় করেছেন। নজির আহমদের মৃত্যুতে তৎপরবর্তী ওয়রীশ পুত্র ছিদ্দিক আহমদের পুত্র পেয়ার আহমদ তফসিল বর্নিত আর এস ৩৩৬/৩৩৭/৩৩৯ দাগের আন্দরে ৪২ শতক বাড়িভিটি ২৩/০৯/১৯৯৮ ও ০৯/০৩/২০০৪ ইং তারিখের দুই কবলায় ৩ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী কবলা দৃষ্টে এরুপ হস্তান্তরের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। বিবাদীপক্ষের দাবি হলো খরিদকৃত উক্ত ৪২ শতক ভূমিতে বর্তমানে তারা ভোগদখলে নিয়ত আছেন।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, তফসিলোক্ত সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হলেও ওয়াকফদাতা নিজেই মোতয়াল্লী বাতিলক্রমে বিভিন্ন সময়ে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন। যাহা বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় দলিলাদি পর্যালোচনায় সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। ১৯৪৩ সনে ওয়াকফ দলিল করার পরবর্তী সময় থেকে ২১/০৬/২০১৭ ইং তারিখ এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উক্ত ওয়াকফকৃত সম্পত্তি কার

তত্তাবধায়নে বা সুনির্দিষ্ট মোতয়াল্লী কে কে ছিলেন তার সুনির্দিষ্ট তথ্য বা দালিলিক প্রমান দরখাস্তকারীপক্ষ হতে পাওয়া যায়নি। তফসিলোক্ত সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে কার্যকর থাকার সমর্থনে ধারাবাহিক মোতয়াল্লী কারা কারা ছিলেন তৎমর্মে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। আবার ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বিভিন্ন সময়ে ওয়াকফদাতা এবং তৎ ওয়ারীশগণ কর্তৃক হস্তান্তর করার প্রেক্ষিতে ওয়াকফ প্রশাসক কথিত মোতয়াল্লী বা হস্তান্তর গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের আইনগত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন মর্মে দৃষ্ট হয়নি। এখানে বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে ওয়াকফদাতা কৃর্তক ওয়াকনামা সম্পাদনের পর পরবর্তী সময়ে রেজিঃ দলিলমূলে মোতয়াল্লী বাতিলক্রমে ওয়াফকৃত সম্পত্তি ওয়াকফ দাতা ও তৎ ওয়ারীশগণ কর্তৃক হস্তান্তরের ফলে কথিত ওয়াকফ উহার কার্যকারিতা হারিয়েছে। কথিত ওয়াকফনামা দলিল মূলে বাস্তবে ওয়াকফ কার্যকর হয়েছিল কিনা এ বিষয়টি আলোচনা এ মূহুর্তে নিষ্প্রোয়জন বলে মনে করি।

বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি দাবি করিয়া ১-৩ নং বিবাদীগণ কে নালিশী জমিতে অনুপ্রবেশ করা হতে এবং সেখানে কোন ধরনের কাঁচা পাকা গৃহ নির্মাণ করা হতে বিরত রাখার জন্য অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দায়ের করেছেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষের দাখিলী খরিদা দলিল ও নির্মাণকাজের স্থিরচিত্রের কপি পর্যালোচনায় এরুপ ধারনা আসে যে তফসিলোক্ত দাগাদরি আন্দরে ৪২ শতক ভূমিতে অত্র বিবাদীগনের দখল বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা আসে। অপর দিকে বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে মোতয়াল্লী হিসাবে তাহার দখল বা শাসন সংরক্ষনে থাকার সমর্থনে কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য বা প্রমান হাজির করতে পারেননি। এখন প্রশ্ন হলো তফসিলোক্ত সম্পত্তি যদি ওয়াকফ সম্পত্তি হয়ে থাকে এবং বিবাদীগণ যদি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা অবৈধ দখলকারী হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বাদীপক্ষ দেওয়ানী আদালতে উক্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা অবৈধ দখলকারী বা তৃতীয়পক্ষের বিরুদ্ধে এ ধরনের দরখাস্ত আনয়ণ করার সুযোগ আছে কিনা ?

ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ এর ৬৪(১) ধারা মতে,

64.(1) If a co-sharer in wakf property or an individual beneficiary or any other person interested in a wakf, or a stranger , creates disturbances or obstruction in the peaceful management of the Wakf or any institution attached thereto in any way or disturbs the possession of a Wakf property by the Mutuwalli or any person or a manageing committee appointed by the administrator for managing the said property or commits tresspass on any such property, **the Administrator shall apply to the Deputy**

Commissioner , who shall evict the tresspasser or take such steps for preventing such disturbence or obstruction as he deem fit."

ওয়াকফ অধ্যাদেশের উপরিউক্ত ধারা পর্যালোচনায় স্পষ্ঠত প্রতীয়মান হয় যে বাদীপক্ষ তাহার দরখাস্তে বিবাদীদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেছেন তাহার প্রতিকারের পথ উক্ত ধারায় বর্নিত রয়েছে। বাদীপক্ষের উচিত ছিল ওয়াকফ প্রশাসকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা। বাদীর নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তে বর্নিত অভিযোগ বিষয়ে প্রকৃত প্রতিকারের বিষয়টি ওয়াকফ অধ্যাদেশের ৬৪(১) ধারায় সুনির্দিষ্ট বিধান থাকায় অত্র আদালতের এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদানের সুযোগ নেই বলে আমি বিবেচনা করি। বাদীর আনীত নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত অরক্ষনীয় বিবেচনায় নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ১২/০২/২০১৮ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী ০৭/১১/২০২৩ ইং তারিখ মামলার রক্ষনীয়তা বিষয়ে শুনানী।